সানরাইজের

কল্যাণী

সানরাইজ পিক্‌চার্সের

প্রথম নিবেদন

আশাপূর্ণা দেবীর "অনির্ব্বান" অবলম্বনে

কল্যাণী

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ **নীরেন লাহিড়ী**

গীত রচনা ঃ **শৈলেন রায়** সঙ্গীত পরিচালনা ঃ **অনুপম ঘটক**

চিত্র শিল্পী .... বিজয় ঘোষ
শব্দ যন্ত্রী .... জগন্নাথ চ্যাটার্জ্জী
সম্পাদনা .... সন্তোষ গাঙ্গুলী
শিল্প নির্দ্দেশ .... সুধীর খান
রূপসজ্জা .... বসির আমেদ
ব্যবস্থাপনা .... তারক পাল
নৃত্য পরিচালনা .... বিনয় ঘোষ

● সহকারীগণ ●

পরিচালনায় .... বিমল রায় চৌধুরী
সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদনায় .... রমেন ঘোষ
ব্যাবস্থাপনা .... সুবোধ পাল
দৃশ্য সজ্জায় .... জগবন্ধু সাউ,
যোগেশ পাল,
সুকুমার দে।
চিত্রশিল্পে .... দিলীপ মুখার্জী
শব্দ যন্ত্রে .... শৈলেন পাল
রূপ সজ্জায় .... বটু গাঙ্গুলী, রমেশ দে
আলোক সম্পাতে .... সুধাংশু ঘোষ,
নন্দ মল্লিক,
শম্ভু ঘোষ,
নারায়ণ চক্রবর্ত্তী।

স্থিরচিত্রে ঃ ষ্টিল ফটো সার্ভিস
চিত্র পরিস্ফুটন ঃ ইউনাইটেড সিনে লেবরেটারী
যন্ত্রসঙ্গীত ঃ ন্যাশন্যাল অর্কেষ্ট্রা

ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দ যন্ত্রে গৃহীত

পরিবেশক ঃ নন্দন পিক্‌চার্স লিঃ

৬।৩ ম্যাডান ষ্ট্রীট,কলিকাতা

কল্যাণীর ভূমিকা লিপি ঃ

মঞ্জু দে

সাবিত্রী চ্যাটার্জ্জী

সুপ্রভা মুখার্জ্জী

শ্রীমতী মিত্র

অপর্ণা দেবী

বেলা দত্ত, গীতা ব্যানার্জ্জী,

কল্পনা ব্যানার্জ্জী, প্রতিমা (ছোট)

ছবি বিশ্বাস

জহর গাঙ্গুলী

উত্তম কুমার

ভানু ব্যানার্জ্জী

জহর রায় জয় নারায়ণ

শ্যাম লাহা চন্দ্র শেখর

কানু ব্যানার্জ্জী আদিত্য

নৃপতি চ্যাটার্জ্জী মাঃ শ্যামল

গোপী, নকুল, বিপ্লব, শ্রীপতি, সুভাষ, আদল, গোপাল,

পান্না, নগেন, সাতকড়ি, পটল।

কল্যাণী—

এ কী কুণ্ঠা, এ কী গ্লানি নিদারুণ অভিশাপের মতো বিভূতি লাহিড়ীর মহৎ অন্তরকেও আচ্ছন্ন ক'রে বসলো। কল্যাণীকে তিনি সহধর্ম্মিণীর মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠা দিতে পারলেন কৈ। কিন্তু কেন? শুধু শৈল মাসীর নির্ব্বন্ধেই কী তিনি এ বিয়ে ক'রেছিলেন—না কল্যাণীর প্রতি অনুকম্পায়? তার মাঝে তিনি কী অন্তরের কোনো মিলই খুঁজে পান নি—কোনো প্রেরণা? তবে কেন সমাজ-সংসারের কাছ থেকে আত্মগোপনের এ আপ্রাণ প্রয়াস? এ কুণ্ঠা থেকে তাঁকে বাঁচতে যখন অনাদৃতা কল্যাণী বিদায় নিয়ে চ'লে গেলো চিরতরে—কী দ্বিধায় সেদিন তাকে নিবারণ করতেও বাধলো তাঁর?

যাকে উপলক্ষ্য ক'রে এই বিপর্য্যয় সেই নিখিল তো বিচারে ভুল করলো না। উগ্র আধুনিকা বলাকা দেবীর প্রগলভ পরিহাস তাঁর মর্য্যাদা লঘু করার যতোই প্রয়াস পাক না কেন—এই তো তার পিতা—চির উন্নত, মহান, উদার। কোনো ভুল কী তিনি করতে পারেন? আশৈশব মাতৃহীন তার মাতৃপদে তিনি যাকে বরণ করেছেন—সে নারী নিশ্চয়ই কোনো মহীয়সী, অসামান্যা। কিন্তু যখন সে তার নতুন মা'র খবর চাইলো তাঁর কাছে তখন আর কী খবর দেবেন তিনি। সংসারের গহন অরণ্যে সে অভিমানিনী ততক্ষণে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে কে জানে। তাঁর সেই বেদনার্ত্ত মুখের দিকে চেয়ে নিখিল সেদিন এই প্রতিশ্রুতি দিয়েই ছুটে গেলো—যেখান থেকেই হোক, যেমন ক'রেই হোক সে নিরুদ্দিষ্টাকে সে ফিরিয়ে আনবেই।

নিঃসঙ্গ, ব্রত-হারা বিভূতি লাহিড়ীও সেদিন ভাঙ্গা মনকে জোড়া দিতে বেরিয়ে পড়লেন তীর্থের আশ্রয়ে।

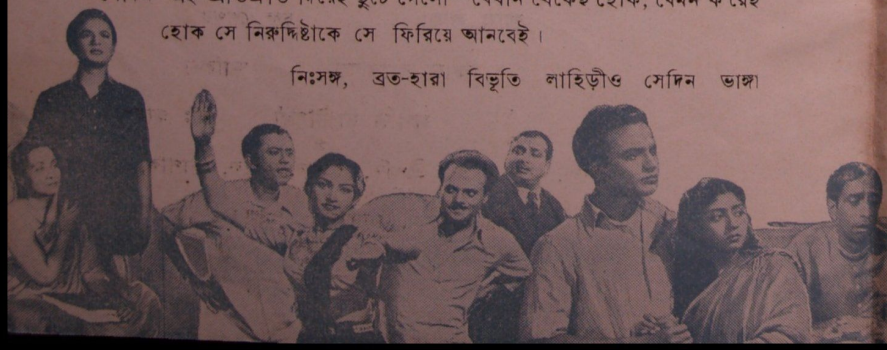

পথ থেকে পথে ব্যাকুল সন্ধান সুরু হ'লো—সেই অপরিচিতার জন্যে। বিচিত্র, ঘটনাবহুল। মাতৃহারার মাতৃসন্ধান—পিতার বেদনা মোচনে সন্তানের ব্যাকুল অভিযান। অবসাদ এলে, নৈরাশ্য এলে ছুটে যায় নিখিল তার মণির কাছে। মণি—মানে যে মেয়েটিকে সে 'তর্কচূড়ামণি' ব'লে ক্ষেপায়। মণিকে তার তো ভালো লাগেই—আর ভালো লাগে যে মহিলাটি তাকে পড়ান, তাঁকে। তাঁর নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারে মনে হয় যেন কত আপনার জন।

কিন্তু সে আশ্রয়েও একদিন মেঘ ঘনিয়ে আসে। মণির মা ভাবেন—জমিদারের ছেলে—সত্যিই কী আর এই গরীবের মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছে? সাবধান হওয়া দরকার। আর তা ছাড়া মাষ্টারনীটাই বা কী? যখন তখন ছেলেটার সঙ্গে অতো তার কীসের কথা!—সাবধান হ'তে গিয়ে দুজনকেই একদিন বাড়ীতে আসতে বারণ ক'রে দেন তিনি।

দুরূহ এ আঘাত। সান্ত্বনার স্থলটুকুও আর রইলো না। সন্ধান তবু সমানেই চলতে থাকে। অনিয়ম, অত্যাচারে শরীর ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু সে অসামান্যাকে খুঁজে বার করতেই হবে যে।

কাছে থেকেও দূরে আছে যে কল্যাণী তাদেরই জন্যে মঙ্গলদীপটি জেলে তাকে পাওয়া কী সহজ কথা। বুঝি চরম অমঙ্গলের দিনটি নইলে তাকে চেনা যায় না।

যদি কোনোদিন সে অমঙ্গল দেখা দেয় তখন?—

তখন কী সে অজ্ঞাতবাসিনী কল্যাণী ধরা দেবে?

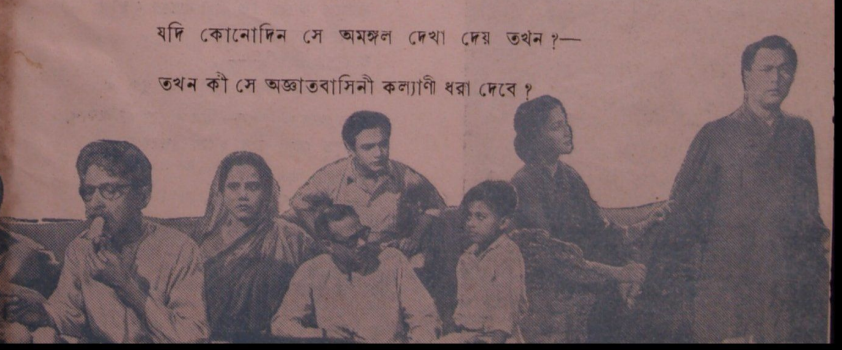

সঙ্গীত

ষ্টেজের গান

নটরাজের ছন্দ আমার রক্তে নাচে—
যৌবনেরি পরশমণি বুকের মাঝে।

রুদ্ররবির দীপ্তরাগে
আনন্দ মোর চিত্তে জাগে—
বুকে আমার কোন অজানার বাঁশি বাজে।

হৃদয় আমার নিত্য উধাও চপল পাখায়—
দিশাহারা আকাশটারে জানতে সে চায়।

মেঘ সাগরে ডুব দিয়ে যে
হারিয়ে যেতে চায় সে নিজে—
চিত্ত আমার বিদ্যুতেরি সঙ্গ যাচে॥

বিপদভরা ঢেউয়ের বুকে ভাসতে যে চাই—
মত্ত সাগর পাড়ি দিতে ভয় কিছু নাই।

ভয় দেখানোর অসম্ভবের বক্ষ ছেনে
পরাণ বলে সব কিছু ধন লুট করে নে!

যা কিছু পাই ধুলার পরে
ছড়িয়ে দেবো ধুলার তরে,
মাটির ফুলেই মাটির লাগি মধু আছে॥

আশ্রম সঙ্গীত

তোমার ভুবন ফুলে ভরা প্রভু
গগনে সূর্য্য তারা—
সবার লাগিয়া ঝরুক তোমার
নিয়ত আশীষ ধারা॥

তোমার হাতের নির্ম্মল আলো
দুঃখের পথে জ্বালো প্রভু জ্বালো।
চলিতে যে হায় ভুলিতে ভুলিতে
বারে বারে পথ হারা—
তাহার লাগিয়া ঝরুক তোমার
নিয়ত আশীষ ধারা॥

আমার মাঝারে তুমি যে বিরাজো
আমারে বুঝায়ে দাও।
দিয়ো নাকো লাজ কিছু তব কাজ
আমারে করিতে দাও।

জীবনের সুধা বিলাতে বিলাতে
তোমার সাগরে চাহি যে মিলাতে
তোমার মাঝারে করো গো আমারে
আপন-হারা—
আমারও লাগিয়া ঝরুক তোমার
নিয়ত আশীষ ধারা॥

—শৈলেন রায়

নিখিল ও মনির গান

অকারণ বিচ্ছেদ দুঃখে
কাজ নেই—টেলিফোঁর যুগ এ,
পরাণের অভিসারে মিলনের সুখ এ।

কোন শাড়ী 'পরেছ' বাসন্তী রঙ্ কী?
কাজলে ক'রেছ কি গো নয়নের সঙ্গী?
ও ধ্বনি যে চিনি চিনি
কাঁকনের রিণিঝিনি—
তরঙ্গ তোলে প্রাণে দুলে ওঠে বুক এ।

বেঁচে গেছে কালিদাস—ছিল না তো টেলিফোন,
মেঘদূত লেখা তবে হ'তো নিষ্প্রয়োজন।

রামগিরি অলকাতে
কথা চলে দিনে রাতে,
প্রিয়ার বিরহে নাহি মেঘলোকে নিবেদন।

ধর প্রিয়া কাশ্মীরে
প্রিয় গেছে দানাপুরঃ
ধর আমি কাশ্মীরে—
তুমি গেছ' দানাপুর।

থাচ্ছো কুলপী তুমি
আমি খাই চানাচুর।

তুমি ঘেমে—আমি কেঁপে,
মরছি না ভেবে ভেবে—
সহজে খবর পাই প্রাণ উন্মুখ এ॥

—শৈলেন রায়

নিখিল ও মনির গান

কি বিরহ ডোরে মোরে বাঁধিলে—
আমারে কাঁদায়ে তুমি কাঁদিলে॥

আমি একা তুমি আজি একেলা
মেঘে মেঘে বেদনার এ খেলা—
আঁখি জলে স্মৃতিহার গাঁথিলে
আমারে কাঁদায়ে তুমি কাঁদিলে॥

পথ চাওয়া ফুরালো না হায় রে
তীরে এসে তরী ফিরে যায় রে।

দীপ জেলে বাতায়নে
চেয়ে থাকি আন মনে—
তৃষা নিয়ে আশামৃগ ধায়রে
তীরে এসে তরী ফিরে যায়রে।

এ বিরহ মধু হ'য়ে ঝরিল
দুঃখের পেয়ালাটি ভরিল
এ ব্যথা কে দিবে তুমি না দিলে—
আমারে কাঁদায়ে তুমি কাঁদিলে॥

—শৈলেন রায়

মনির গান

কতটুকু লেখা যায় চিঠিতে।
কত করি বলি বলি
ফোটেনা কথার কলি
ভাষা যে হারায়ে যায়
আশা নাহি মিটিতে॥

যে কথা লুকানো রয় মরমে
ধরা দেয় সেকি কালিকলমে?
আখরে যায় না দেখা
আঁখিতে যা যায় লেখা
জলভরা ছল ছল দীঘিতে—
কতটুকু লেখা যায় চিঠিতে॥

ভাল আছো বেশ ভালো
খবরটা পাই তো—
ভাল না লাগার মত
কাছে কেউ নাই তো।

মোর কথা যদি চাও জানতে—
বেঁচে আছি অদেখার প্রান্তেঃ
হেথা ফুলে মধু আছে
মৌমাছি নাই কাছে।
জল আছে ঢেউ নাই দীঘিতে—
কতটুকু লেখা যায় চিঠিতে॥

—শৈলেন রায়

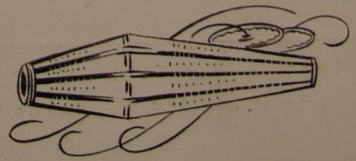

নন্দন পিকচার্স লিঃ'র

পরিবেশনে

সানরাইজ ফিল্মসের

পরবর্ত্তী ছবি

?

নানা বৈশিষ্ট্যে

উল্লেখযোগ্য হবে !

নন্দন পিকচার্স লিঃ কর্ত্তৃক ৬।৩, ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা— ১৩ হইতে প্রকাশিত
ও জুবিলী প্রেস, ১৫৭।এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।